প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAR 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ১ ......

ছাত্রলীগের কক্ষ দখল

এই জবরদস্তি রুখবে কে?

হলের একটি নতুন ভবন হয়েছে, কক্ষগুলো যে শিক্ষার্থীদের নামে বরাদ্দ হয়েছে তাঁরা সেখানে উঠবেন, এমনটিই তো নিয়ম। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী যদি সবকিছু হয় তবে ছাত্রলীগ আছে কেন! ভবনটিতে মোট যতটি কক্ষ রয়েছে তার তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশি কক্ষ দখল করে নিয়েছে তারা। কার নামে রুম বরাদ্দ হয়েছে, কারা রুম বরাদ্দ করেছে—এসব কোনো বিবেচনাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের নতুন অাটতলা সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। মোট কক্ষের সংখ্যা ২০০টি। যে ছাত্ররা আসন বরাদ্দ পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই কক্ষে উঠতে গিয়ে দেখছেন সেগুলো দখল করে রেখেছেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী এই কক্ষগুলোর মধ্যে ৮৬টি এখন ছাত্রলীগের কর্মীদের দখলে। সাধারণ ছাত্ররা বলছেন, হলের প্রাধ্যক্ষ সমঝোতার ভিত্তিতে ছাত্রলীগকে কক্ষগুলো দিয়েছেন।

অন্যদিকে হলের প্রাধ্যক্ষ যে অভিযোগ করেছেন, তা খুবই গুরুতর। তিনি বলেছেন, ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁকে অবরুদ্ধ করে কক্ষগুলোর চাবি নিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, ছাত্রলীগের কর্মীরা দুই ঘণ্টা তাঁকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন, বিষয়টি উপাচার্য ও প্রক্টরকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি।

জানা যাচ্ছে, জগন্নাথ হলে ছাত্রলীগের চারটি গ্রুপ রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে এই ৮৬টি রুম ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। একদিকে ছাত্রলীগের কক্ষ দখল, অন্যদিকে হল কর্তৃপক্ষের কক্ষ বরাদ্দ—এ অবস্থায় সাধারণ যেসব ছাত্র আসন বরাদ্দ পেয়েছেন, তাঁরা পড়েছেন বিপাকে। ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁদের বাধা দিচ্ছেন, এক বিছানায় নিয়ম ভেঙে দুজনকে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। জোরজবরদস্তি আর কাকে বলে!

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের কাছে অভিযোগ করেও যদি একজন অবরুদ্ধ প্রাধ্যক্ষ তাঁদের কাছ থেকে সাড়া না পান, তবে তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রলীগের এই জবরদস্তি থেকে শিক্ষার্থীদের বা প্রাধ্যক্ষকে রক্ষা করতে না পারে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় বা হল প্রশাসনের দরকার কী! হলের আসন বরাদ্দ বা এ ধরনের নানা কাজের দায়িত্ব ছাত্রলীগের হাতে দিয়ে দিলেই হয়!